কাদা

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

BANGLADARSHAN.COM

॥কাদা॥

একঘেয়ে গ্রাম্যজীবনের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল আমাদের পাশের বাড়ির শ্যামাকান্ত চক্কত্তির বিয়ে। শ্যামাকান্ত চক্কত্তি আমার কাকা হন, অবিশ্যি গ্রামসম্পর্কে। শ্যামাকাকার বয়েস কত তা জানিনে, তিনি নাকি কলেজে পড়েন কলকাতায় না কোথায়। গ্রামে আসেন মাঝে মাঝে দেখতে পাই।

বিয়ে হচ্চে আমাদের গ্রামের কাছে নসরাপুর।

নসরাপুর গ্রামের বীরেশ্বর ভট্চাজের মেয়ে। বীরেশ্বর ভট্চাজকে দেখেছি বুড়োমানুষ, ঐ গ্রামেরই পাঠশালার পণ্ডিত। আমাদের গাঁয়ে এসেছিলেনও বারকয়েক।

বিয়ে হবে সামনের সোমবারে।

হৈ-হৈ পড়ে গেল পাড়ার ছেলেদের মধ্যে।

আমাদের দল ঠিক করলে একটা উৎসব করতে হবে এই বিয়ের দিনে। আমার উৎসাহটা সব চেয়ে বেশি। আমি ভেবেচিন্তে দক্ষিণ মাঠের বিলের ধার থেকে কতকগুলো পাকাটি নিয়ে এলাম এবং পথের ধারের প্রত্যেক গাছে এক গাছা করে পাকাটি নোনার ডালের ছোটা দিয়ে বাঁধলাম।

BANGLADARSHAN.COM

হরি জ্যাঠামশায় দেখে বল্লেন—ও কি হচ্চে?

বড় বড় মোটা কাঁচের পরকলা বসানো চশমার ভেতর দিয়ে দেখি হরি জ্যাঠামশায় আমার দিকে কটমট করে তাকাচ্চেন। ভয়ে ভয়ে গাছ থেকে নেমে পড়লাম।

—বলি—ও—এই—

—কি?

—বাজি আলো করবো শ্যামাকাকার বিয়েতে। তাই পাকাটি বাঁধচি।

—ইঃ। যত ছেলেমানুষি! এই একটা সরু পাকাটি জ্বেলে আলো হবে? কতক্ষণ জ্বলবে ওটা?

—যতক্ষণ হয়।

—ছাই হবে। বুদ্ধি কত! ও কখনো জ্বলে?

হরি জ্যাঠামশায় চলে গেলেন। আমার রাগ হোল মনে মনে। উনি সব জানেন কিনা? পাকাটি জ্বলবে না তো কি জ্বলবে?

ক্রমে বিয়ের দিন এসে পড়লো। যেদিন বিয়ের বর রওনা হয়ে চলে গেল, সেদিন পাকাটি জ্বালতে সঙ্গী সতু ও হীরু বারণ করলে। আজ জ্বেলে কি হবে? যেদিন বর আসবে বৌ নিয়ে, সেদিন জ্বেলে দিবি। দেখাবে ভালো। বিয়ের বরযাত্রী গেল গাঁসুদ্ধ ঝেঁটিয়ে। কিন্তু আমার যে অত উৎসাহ, আমারই যাওয়া হল না। কেন যে যাওয়া হোল না, কি জানি। বাবা গেলেন অথচ আমায় নিয়ে গেলেন না।

তার জন্যে কোনো কান্নাকাটি করলাম না।

খাওয়ার ওপর আমার বিশেষ কোন লোভ নেই। খেয়ে আমি সহ্য করতে পারিনে, পেটের অসুখ করে। ওই জন্যেই বোধ হয় বাবা আমায় নিয়ে গেলেন না, কে জানে?

মঙ্গলবারে সন্ধ্যের আগে বর-বৌ আসবে, বরযাত্রীরা ফিরে এসে বল্লে।

আমি ঠিক করলাম যেমন ওরা আসবে অমনি যে পথে আসবে ওরা, সে পথের দুধারের গাছে যত পাকাটি বেঁধেছি, সবগুলো জ্বালবো।

কেবল ঘর-বার করছি, একে ওকে কেবল জিগ্যেস করছি, কখন বর আসবে।

বেলা যায়-যায়।

BANGLADARSHAN.COM

এমন সময় নীলু এসে বল্লে–শীগগির চল–বৌ আসচে–

আমি বল্লাম–কে বল্লে?

নীলু আমার হাত ধরে এগিয়ে নিয়ে চললো। গোয়ালপাড়া মোড়ে গিয়ে বাজনার শব্দ পাওয়া গেল যথেষ্ট। বল্লাম–কদ্দুর রে?

–তা বুনোপাড়ার কাছে হবে। অনেক দূর এখনো।

দেখতে দেখতে শ্যামাকাকার ঘোড়ার গাড়ি কাছে এসে গেল।

আমরা ঘোড়ার গাড়ি বেশি দেখিনি, দু-একজন কালেভদ্রে শহর থেকে এসে এ গ্রামে ঢোকে, তাও আমাদের জীবনে সবসুদ্ধু মিলে বার-দুই দেখেছি মাত্র।

ছেলের দল কলরব করে উঠলো–ওই রে ঘোড়ার গাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে বর-বৌসুদ্ধু গাড়ি কাছে এসে পড়লো।

এইবার কিন্তু বাধলো মুশকিল।

পাকা রাস্তা ছেড়ে খানিকটা কাঁচা রাস্তায় গেলে আমাদের গ্রাম। শ্রাবণ মাসের শেষ, বেজায় কাদা হয়েচে কাঁচা রাস্তায়। বিশেষ করে একটা জায়গায় হাবড় কাদা—সেটার নাম ষাঁড়াতলার দ। গাড়ি সেখানে এসে সেই হাবড়ে পড়ে পুঁতে গেল। মোষের গাড়ি সে গাড়ি সে কাদায় পড়লে ওঠে না, শহুরে ঘোড়ার সাধ্যি কি সে হাবড় থেকে গাড়ি ওঠায়?

ননী বল্লে—এ রামকাদা থেকে বাছাধনের আর উঠতে হবে না। ও রোগা ঘ্যানা ঘোড়ার কম্মো এই হাবড় ঠেলে ওঠা?

তখন সবাই মিলে চাকা ঠেলতে লাগলাম। গাড়ি চলে এলো শ্যামাকাকাদের বাড়ি। শ্যামাকাকার মা বৌ বরণ করে ঘরে তুললেন।

তখনও সন্ধ্যা হয়নি। বর্ষাকাল, রোদ আছে কি নেই বোঝা যায় না—যদিও তিন-চারদিন বৃষ্টি হয়নি। আমাদের আকর্ষণের বস্তু হয়ে দাঁড়িয়েচে ঘোড়ার গাড়িখানা। সেখানে বকুলতলায় দাঁড়িয়ে, তার চারিপাশ ঘিরে গ্রামের যত ছেলেপিলে। গাড়োয়ান বলচে, যদি আমরা ষাঁড়াতলার দ'-এর হাবড় পর্যন্ত গিয়ে চাকা ঠেলে গাড়ি উঠিয়ে দিতে রাজী হই, তবে সে আমাদের গাড়িতে চড়তে দেবে পাকা রাস্তা পর্যন্ত।

আমরা সবাই হৈ-হৈ করে গাড়িতে উঠলাম, কতক গাড়ির ছাদে, কতক পেছনে, কতক ভেতরে। ষাঁড়াতলার দ'-এর কাদা থেকে সবাই মিলে ঠেলে গাড়ি উঠিয়ে দিলাম, তার বদলে পাকা রাস্তা পর্যন্ত আমাদের গাড়িতে চড়িয়ে নিয়ে গেল। কি মজা!

BANGLADARSHAN.COM

আমরা যখন পাকা রাস্তায়, তখন সন্ধ্যা হয়ে অন্ধকার নামলো। ননী বল্লে—গা ধোবো কোথায়? সব্বো অঙ্গে কাদা।

আমাকে বল্লে—মশাল জ্বালবিনে? চুপ কর্ কে ডাকচে।

সর্বনাশ! আমার বাবার গলা।

সন্ধ্যে হয়ে গিয়েচে। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার। বাবা আমায় খুঁজতে বেরিয়েচেন। তিনিই ডাকাডাকি করচেন। সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরিনি, বাবা ডাকতে বেরিয়েচেন।

ননী বল্লে—আলো দিবিনে গাছে গাছে?

আর আলো! আমার মুখ শুকিয়ে গিয়েচে। বাবা কাছে এসে পড়েচেন ডাকতে ডাকতে।

আমি উত্তর দিলাম—যা-ই-ই—

এই সন্ধ্যেবেলা সারা গায়ে কাদা মেখে আমি ভূত হয়ে আছি। আপাদমস্তক কাদা। চালাক গাড়োয়ান একটুখানি গাড়িতে চড়বার লোভ দেখিয়ে কাজ গুছিয়ে চলে গিয়েচে। এখন আমায় ঠেকায় কে?

বাবা এসে আমার কান ধরলেন। বল্লেন–হতভাগা বাঁদর, পড়া নেই শুনো নেই–এত রাত পর্যন্ত বাঁদরের দলে মিশে–এ কি? গায়ে এত কাদা কেন?

আমি কাঁদো-কাঁদো সুরে বল্লাম–এই গাড়োয়ান বল্লে–আমার গাড়িটা একটু ঠেলে দাও–বড্ড কাদা–তাই সবাই মিলে–আমি আসতে চাইনি...আমায় ওরা নিয়ে এল–ওই ননী, নিন্তে, শশী–

বলে সাক্ষ্যপ্রমাণের চেষ্টায় সঙ্গীদের দিকে ফিরে চাইতে গিয়ে দেখি জনপ্রাণী সেখানে নেই। কে কোথা দিয়ে সরে পড়েচে এরি মধ্যে।

বাবা বল্লেন–তোমার দোষ নেই? তোমাকে সবাই নিয়ে গিয়েছিল? তুমি বুড়ো-দামড়া কিছু জানো না–না? ঘোড়ার গাড়িতে না চড়লে তোমার–

কথা শেষ না করেই দুড়দাড় মার। চড় ও কিল। বিষম মার। চোখে সর্ষের ফুল।

কাঁদতে কাঁদতে বাড়ি ফিরে এলাম বাবার আগে আগে। মা বল্লেন–আচ্ছা, তোমার কি ভীমরতি হয়েছে? না কি? এই ভর্‌সন্ধ্যেবেলায় ছেলেটাকে অমন ভূতোনন্দি মার–ওমা, তা পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে না হয় গিয়েইচে একটু, আজ একটা আনন্দের দিন ওদের, তোমার মত বুড়ো তো নয় ওরা–ছি ছি–নে, এদিকে সরে আয়, খুব আমোদ করেচ! এসো–

BANGLADARSHAN.COM

সে-রাত্রে পাকাটি জ্বালিয়ে রোশনাই করা আমার দ্বারা আর সম্ভব হয়নি।

এর ত্রিশ বছর পরের কথা।

আমি কলকাতায় চাকরি করি। বর্ষাকাল। মহকুমার স্টেশনে নেমে বাড়ি যাবো, এমন সময় শ্যামাকাকার ছেলের সঙ্গে রাস্তায় দেখা হোল।

শ্যামাকাকা মারা গিয়েচেন আজ দশ-বারো বছর, গ্রাম ছেড়ে তাঁর ছেলেরা আজকাল শহরে বাস করে, শ্যামাকাকার বড় ছেলেটি এখানে চাকরি করে। ওর নাম অরুণ।

অরুণ বল্লে–বাড়ি যাচ্চেন দাদা? দীপ্তির বিয়ে পরশু। আপনাকে আসতে হবে অবিশ্যি অবিশ্যি। আসুন না একবার আমাদের বাসায়–

গেলাম। দীপ্তি ষোল-সতেরো বছরের সুশ্রী মেয়ে। আমায় দেখে খুশী হয়ে এগিয়ে এল। বল্লাম–কোথায় তোর বিয়ে হচ্ছে রে দীপ্তি?

দীপ্তি মুখভঙ্গি করে বল্লে–আহা-হা!

–তার মানে?

–তার মানে আপনার মুণ্ডু।

–কথার কি যে ছিরি!

–হবে না ছিরি? আপনার কথার ছিরিই বা কি এমন?

–বল্ না কোথায় বিয়ে হচ্চে?

–ফের?

–দ্যাখ্ দীপ্তি, চালাকি যদি করবি–বল্, কথার উত্তর দে–

দীপ্তি আঁচল নাড়তে নাড়তে বল্লে–আহা, যেন জানেন না আর কি!

আমি বিস্ময়ের সুরে বললাম–সেখানে নাকি? সে-ই?

–হুঁ!

–ভালো। খুশী হলাম।

–খুশী কিসের?

BANGLADARSHAN.COM

–আবার চালাকি করবি দীপা! হোস্‌নি খুশী তুই?

–ওরকম বল্লে আমি মরবো আপিং খেয়ে। সত্যি বলচি।

–আচ্ছা যা, আর কিছু বলবো না। এখন একটু চা করে খাওয়াবি, না এমনি চলে যাবো?

–খাওয়াচ্ছি, ওমা! ঘোড়ায় জিন দিয়ে যে! এমন তো কখনো দেখিনি–

–দেখিসনি, দেখলি। নিয়ে আয় চা।

–খাবেন কিছু?

–তোর খুশী।

একটু পরে চা ও খাবার হাতে দীপ্তি এসে ঢুকে বল্লে–সোমবারে কিন্তু আসতে হবে। আপনাকে থাকতে বলতাম এখানে, কিন্তু বলবো না। বাড়িতে বড্ড ভিড়। আপনার কষ্ট হবে। সোমবার আসবেন অবিশ্যি অবিশ্যি–

–আচ্ছা–

–কথা দিলেন?

–নিশ্চয়। বরযাত্র না কনেযাত্র?

–দুই-ই। আপনাদের গাঁয়ের যখন বর, তখন বরযাত্র তো হোতেই হবে।

–কনেযাত্র কার অনুরোধে?

–আমার।

–আচ্ছা আসি–

–ঠিক আসবেন পরশু?

–ঠিক।

–ঠিক?

–ঠিক।

দীপ্তি থাম ধরে দাঁড়িয়ে রইল, যখন আমি চলে এসে রাস্তার ওপর উঠেচি।

যার সঙ্গে দীপ্তির বিবাহ, সে আমাদের গ্রামেরই ছেলে বটে কিন্তু তারা পশ্চিমপ্রবাসী। দেশের বাড়িতে জ্ঞাতি-ভাইরা থাকে। এই বিবাহ উপলক্ষে বহুকাল পরে ওরা সবাই দেশে এসেচে, বিয়ের পরই আবার চলে যাবে। গ্রামে আমিও গেলাম অনেকদিন পরে, আমিও গ্রাম ছেড়েছি দশ-পনেরো বৎসর। গ্রামে যেতেই ওদের দল এসে আমায় বরযাত্রী হওয়ার নিমন্ত্রণ করে গেল।

BANGLADARSHAN.COM

বিবাহের দিন এসে পড়লো।

বিবাহের লগ্ন সন্ধ্যার অন্ধকারেই।

অন্যান্য বরযাত্রী কতক নৌকোতে, কতক গরুর গাড়িতে রওনা হয়ে কনের বাড়ি চলে গেল। শহর থেকে একখানা ঘোড়ার গাড়ি এসেচে, সেখানেতে বর, বরকর্তা, পুরুত ও আমি যাবো এই স্থির হয়েছে।

বর বল্লে–নিতাইদা, চা খেয়ে নাও, আর বেশি দেরি না হয়, বাবাকে বলো–তুমিই সব গুছিয়ে নাও!

–সে ভাবনা তোমার কেন? যা করবার করচি।

–শোনো একটা কথা। দীপ্তি তোমায় কিছু বলেছিল?

–না।

–দেখা হয়নি আসবার দিন?

–না। কেন?

–তাই জিগ্যেস করচি।

সন্ধ্যের অল্পই দেরি আছে, তখন আমরা ঘোড়ার গাড়িতে গিয়ে উঠলাম, গাড়িও ছেড়ে দিলে।

আমাদের পিছনে শাঁক বাজতে লাগলো, হুলু পড়তে লাগলো।

গাড়ি গাঁ ছাড়িয়ে খানিকদূর যেতে না যেতে অন্ধকার নামলো, সঙ্গে সঙ্গে ষাঁড়াতলার দ'য়ের কাদায় গিয়ে পড়লো গাড়ি। কিছুতেই আর ওঠে না। ঝাড়া পনেরো মিনিট বৃথা চেষ্টার পর গাড়োয়ান বল্লে–বাবু, একটু নামতে হবে। খালি গাড়ি তখন নিয়ে গিয়েছিলাম, এখন বোঝাই গাড়ি যাবে না। আপনারা একটু নামুন–

অগত্যা নামা গেল–কিন্তু তখন গাড়ির চার চাকা যা পুঁতবার পুঁতে গিয়েচে।

ঘোড়াকে চাবুক মারলে কি হবে, গাড়ি নড়ে না।

তখন আমি আর বরকর্তা দুজনে সেই কাদায় নেমে চাকা ঠেলি। কোনো লোক নেই। বরকে বা পুরুতমশায়কে অনুরোধ করা যায় না চাকা ঠেলতে। আমরা দুজন ছাড়া ঠেলবে কে?

দীপ্তির বিয়ের সুলগ্ন উত্তীর্ণ না হয়ে যায়, তার বিয়েতে কোনো বিঘ্ন না ঘটে, প্রাণপণে ঠেলতে লাগলুম সেই চাকা, সেই ষাঁড়াতলার হাবড়ের মধ্যে। আপাদমস্তক কাদায় মাখামাখি হোল। বরকর্তা বুড়োমানুষ, তাঁকে আমি বেশি ঠেলতে দিলাম না। নিজেই ঠেলে কাদা পার করে তুললাম।

BANGLADARSHAN.COM

বর বল্লে–এঃ, তোমার এ কি চেহারা হোল? কাদায় যে–

আমি বল্লাম–তোমরা যাও, আমি যাচ্চিনে–

সবাই বলে উঠলো–সে কি? সে কি? সে কি হয় নাকি?

–আচ্ছা, এগোন আপনারা। পেছনে আসচি। জামাকাপড় ছেড়ে আসি–

গাড়ি চলে গেল।

আমি দাঁড়িয়ে রইলাম সেদিকে চেয়ে। আর আমি যাবো না। দীপ্তির বিয়ে সুলগ্নে হোক, বাধাশূন্য হোক।

হঠাৎ আমার মনে পড়লো একদিনের কথা। দীপ্তির বাবা বিয়ে করে যেদিন ওর মাকে নিয়ে ফিরছিলেন। ত্রিশ বছর আগের ঠিক এমনি এক অন্ধকার সন্ধ্যা।

সেই শ্রাবণ মাসে ষাঁড়াতলা দ'এর কাদা ঠেলে গাড়ি উঠিয়েছিলাম কাদায় মাখামাখি হয়ে। বাবার কাছে মার খেয়েছিলাম।

আজ আবার তাদেরই মেয়ের বিয়েতে সেই রকমই গাড়ি ঠেলচি, গাড়িও যাচ্চে শহরের দিকেই। তাঁদেরই মেয়ে দীপ্তি। হয়তো সে আজ খুব রাগ করবে আমি না–

জীবনে কি আশ্চর্য ঘটনাই সব ঘটে!

॥সমাপ্ত॥

BANGLADARSHAN.COM